দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 22 JUL 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সময়সূচি অপরিবর্তিত থাকবে

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পূর্বের পাঠদান সময়সূচি বর্তমান ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী অপরিবর্তিত থাকবে। গতকাল রবিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। এতে শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তারা বলেছেন, ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী পূর্বের সময়সূচিতে স্কুলে যেতে শিক্ষার্থীদের সমস্যা হবে। তাই শিক্ষার্থীদের স্বার্থ বিবেচনা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে।

বিশেষ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা বর্তমান সময় অনুযায়ী সকাল ৭টায় স্কুলে উপস্থিত হতে পারছে না। গত দুইদিন ধরেই শিক্ষার্থীদের সমস্যায় পড়তে হয়েছে। অভিভাবকরা এ নিয়ে বিপাকে পড়েছেন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের ঘুম থেকে তুলে স্কুলে পাঠানো যাচ্ছে না। তারা ঘুম নিয়েই ক্লাস করছে। ফলে পাঠে মনযোগ দিতে পারছে না।

গতকাল রবিবারও রাজধানীসহ দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পুরনো সময় অনুযায়ী ক্লাস শুরু হয়েছে। যে প্রতিষ্ঠানে পূর্বে (২য় পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের

(প্রথম পৃঃ পর)

সকাল ৭টায় শুরু হতো, গতকালও সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকাল আটটায় ক্লাস শুরু হয়েছে। ঐসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা বলেছেন, শিক্ষার্থীদের জন্য এত ভোরে স্কুলে আসা সম্ভব নয়। তাই বর্তমান সময় অনুযায়ী স্কুলের সময় একঘন্টা এগিয়ে এনেছি।

যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডাবল শিফট রয়েছে সেখানে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে স্কুল চালানো সম্ভব হবে না বলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধানরা জানিয়েছেন। আব্দুল কাদের নামে এক অভিভাবক জানান, বর্তমান সময় অনুযায়ী চার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে সকাল সাতটায় আমার সাত বছরের সন্তানের জন্য স্কুলে যাওয়া খুবই কষ্টকর।

রাজধানী উত্তরা হাইস্কুলে ডাবল শিফটে পাঠদান চলছে। আগে প্রথম শিফট শুরু হতো সাড়ে সাতটায়। দ্বিতীয় শিফট বেলা সাড়ে ১২টায়। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে নেয়ার পর গতকাল দ্বিতীয় দিনের মতো প্রথম শিফট শুরু হয়েছে সকাল সাড়ে আটটায় এবং দ্বিতীয় শিফট শুরু হয়েছে দুপুর দেড়টায়। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক হাবিবুর রহমান বলেন, বর্তমান সময় অনুযায়ী সকাল সাড়ে ৭টায় স্কুলে এসে পৌঁছানো শিক্ষার্থীর জন্য সমস্যা সৃষ্টি হবে। তিনি বলেন, ১০ কিলোমিটার দূর থেকে এ প্রতিষ্ঠানে ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করতে আসে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের অনেক অভিভাবক কোলে করে স্কুলে নিয়ে আসেন। তাদের ক্ষেত্রে সমস্যা হবে। তিনি বলেন, তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কোন নির্দেশ দিলে তা অবশ্যই মানতে হবে।

রাজধানীর জাতীয় হাইস্কুলে গতকালও ক্লাস সকাল আটটায় শুরু হয়েছে। আগে এ প্রতিষ্ঠানে সকাল ৭টায় ক্লাস শুরু হতো। প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র শিক্ষক নজরুল ইসলাম রনি জানান, পরিস্থিতি বিবেচনা করে প্রধান শিক্ষক এবং বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটিই স্কুলের সময় নির্ধারণ করবে। এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হস্তক্ষেপ করা ঠিক নয়।

রবিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়, পূর্বে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সকাল ৭টায় ক্লাস আরম্ভ হতো, সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্তমানে ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী সকাল ৭টাতেই আরম্ভ হবে।